আইনি সাক্ষরতা প্রকল্প

PREPARED BY

CSC

e-Governance Services India Limited

SUPPORTED BY

सत्यमेव जयते

Department of Justice
Ministry of Law & Justice
Government of India

For more information, please contact:

Programme Management Unit
CSC e-Governance Services India Limited
Electronics Niketan, 3rd Floor,
6, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110003
Tel: +91-11-24301349
Web: www.csc.gov.in

বিষয়বস্তু

অধ্যায় ঃ ১. ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ৬

অধ্যায় ঃ ২. নিঃশুল্ক আইনি সহায়তা ৯

অধ্যায় ঃ ৩. মহিলাদের অধিকার ১২

ক. পারিবারিক নির্যাতন ১২

খ. ভারতীয় পেনাল কোড (IPC) ১৪

গ. মহিলাদের গ্রেফতারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ১৫

অধ্যায় ঃ ৪. অপরাধমূলক কার্যপ্রণালীর সংহিতা ১৬

ক. থ্চত্ম কি (ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট বা ঘটনার প্রথম প্রতিবেদন) ১৬

খ. জামিন ১৭

গ. গ্রেফতার ১৮

অধ্যায় ঃ ৫. শিক্ষার অধিকার আনি (রাইট টু এডুকেশন অ্যা"), ২০০৯ ..... ১৯

অধ্যায় ঃ ৬. খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩ ..... ২১

অধ্যায় ঃ ৭. তফশিলি জাতিযউপজাতিদের উপর বর্বরতা প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ ..... ২৩

অধ্যায় ঃ ৮. ST এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী বনবাসী (বন অধিকারের স্বীকৃতি) আইন য সংশোধন ২০০৬ ..... ২৬

অধ্যায় ঃ ৯. রাইট টু ইনফর্মেশন অ্যা" বা তথা জানার অধিকার আইন, ২০০৫ ..... ২৮

ক. RTI দাখিলের পদ্ধতি (অফলাইন) ২৯

b. RTI দাখিল পদ্ধতি (অনলাইন) ২৯

শব্দসূচী

AAY	অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা
APIO	অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক ইনফরমেচন অফিসার বা সহকারী সরকারি তথ্য জ্ঞাপন আধিকারিক
BPL	দারিদ্র্য সীমার নীচে (বিলো পভার্টি লাইন)
CBO	সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন বা কম্যুনিটি বেসড অর্গানাইজেশনস
CSC	সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র বা কমন সার্ভিসেস সেণ্টার
CIC	কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা সেণ্ট্রাল ইনফর্মেশন কমিশন
DALSA	রাজ্য স্তরের আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা ডিস্ট্রি” লিগ্যাল সার্ভিসেস অথোরিটি
DIG	ডেপুটি ইনস্পে”র জেনারেল
DIR	পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিবেদন বা ডোমেস্টিক ইনসিডেণ্ট রিপোর্ট
DSP	ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ
FAA	প্রথম উত্তর বিচারকারী কর্তৃপক্ষ বা ফার্স্ট অ্যাপেলেট অথোরিটি
FRA	বন অধিকার আইন বা ফরেস্ট রাইট অ্যা”
IG	ইনস্পে”র জেনারেল অফ পুলিশ
IPC	ভারতীয় পেনাল কোড বা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড
LSA	আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা লিগ্যাল সার্ভিসেস অথোরিটি
MFPs	ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদন বা মাইনর ফরেস্ট প্রোডিউসেস
NCPCR	শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় কমিশন বা ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস
NGO	বেসরকারি সংগঠন বা নন গভর্নমেণ্ট অর্গানাইজেশন
NFSA	ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যা”
PIO	সরকারি তথ্যজ্ঞাপন আধিকারিক বা পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার
PO	সুরক্ষা আধিকারিক বা প্রোটেকশন অফিসার
PWDV	মহিলাদের পারিবারিক নির্যাতন থেকে সুরক্ষা বা প্রোটেকশন অফ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স
RTE	শিক্ষার অধিকার বা রাইট টু-এডুকেশন
SC	তফশিলি জাতি বা শিডিউলড কাস্ট
SCPCR	শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য রাজ্য কমিশন বা স্টেট কিমশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস
SP	পরিষেবা প্রদানকারী বা সার্ভিস প্রোভাইডার্স
SP	সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ
ST	তফশিলি উপজাতি বা শিডিউল্ড ট্রাই
SIC	রাজ্য তথ্য কমিশন
SMC	স্কুল পরিচালনা সমিতি বা স্কুল ম্যানেজমেণ্ট কমিটি
SMS	শর্ট মেসেজ সার্ভিসেস
TLSC	তালুক আইনি পরিষেবা সমিতি বা তালুক লিগ্যাল সার্ভিস কমিটি
VLE	গ্রামীণ স্তরের উদ্যোগপতি বা ভিলেজ লেভেল অন্ত্রেপ্রেনার

ঈহ্লস্টছ্পন্ধ

দেখা গেছে যে গ্রামাঞ্চালের পাশাপাশি শহরাঞ্চলের সাধারণ মানুষজনরাও সংবিধান এবং এতে অন্তর্নিহিত আইন বা অধিকার নিয়ে অবগত নন। যখন কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় দুর্বল বা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন তখন কি করতে হবে তা সর্ম্পকে তাঁরা কিছুই জানেন না। এমন বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও আছে যাঁরা তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে বা শোষিত হলে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বা কাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তা নিয়ে তাঁরা কিছু জানেন না। তাঁরা এই ধরণের কাজগুলিকে শুধুমাত্র তাঁদের নিয়তি বা ধনী বক্তিদের জয় হিসাবে স্বীকার করে নেন। এই রকম পরিস্থিতিগুলি শোষণকারী ও শোষিতের মধ্যের ব্যবধানকে আরো বিস্তীর্ণ করেছে।

আইন স্বাক্ষরতা উপর দৃষ্টিপাত করে এই নথিতে প্রদত্ত তথ্য তাঁদের আইনি জ্ঞান বাড়ানোর ক্ষেত্রে; সেটিকে বাস্তব ব্যবহারে প্রয়োগ করতে; সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সচেনতা বাড়াতে; এবং সমাজকে শোষণের কবল থেকে মুক্ত করায় সাহায্য করবে এৱং এক সমানাধিকারী ও ন্যায়পূর্ণ সমাজ গড়ার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হবে। এই নথির তথ্যের মাধ্যমে নাগরিকরা অন্যায় অভ্যাসের সব ক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্রভেদ করতে পারবেন এবং বিচার লাভ করতে সেগুলিকে অইনিভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন। এই পুস্তিকাটির লক্ষ্য হল আমাদের অধিকার এবং আইনি পরিসেবার উপরে প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা।

CSC ই- গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ভারত সরকারের আইন এবং বিচার মন্ত্রকের আইন বিভাগের একনিষ্ঠ সহায়তা পেয়ে এই নথিটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমরা আশা করব যে এই নথিটি সাধরণ মানুষজনের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করবে এবং সবার জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্দেশিকা স্থাপন করবে।

অধ্যায়
১

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

প্রেক্ষাপট

ভারতীয় সংবিধান তার নাগরিকদের যে সাধারণ অধিকারগুলি দেয় সেগুলিই মৌলিক অধিকার নামে পরিচিত। শ্রেণী, জাতি, বর্ণ ধর্ম , লিঙ্গ বা জন্মের স্থান নির্বিশেষে এই অধিকারগুলি সার্বজনীনভাবে সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারোর মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে বা এটির স্থূল লঙঘনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে একজন নাগরিক হাই কোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন। মৌলিক অধিকারের উদ্দেশ্য হল দেশের প্রত্যেক নাগিরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সমতার উপর নির্ভর করে গণতন্ত্রেব নীতিগুলিকে রক্ষা করা। মৌলিক অধিকারগুলি প্রত্যেকের জন্য এবং প্রকৃতিতে সমান। যে কোন স্বাধীন দেশের নাগরিকরা বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের স্বত্ব ভোগ করেন যা তাদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং সম্মান নিশ্চিত করে।

উদ্দেশ্য

- সব স্তরে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সমতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
- নাগরিকদের সম্মানজনকভাবে বাঁচার অবস্থা নিশ্চিত করে এবং কারোর স্বাধীনতা লঙঘনের প্রশ্নে বিচার পাওয়ার সব আইনি সম্ভাবনা প্রত্যয়িত করা।
- এক সজাগ, সংবেদনশীল এবং উন্নত সমাজ নির্মাণ করা।

অধিকারগুলির বিশদ নীচে দেওয়া হল

1.ছসমান অধিকার

তার মানে, রাষ্ট্র সমান পরিস্থিতিতে থাকা সবাইকেই সমান চোঁখে দেখবে যেমন, আইনের চোঁখে সবাই সমান। কোন ব্যক্তির সাথেই শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের বিচারে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের উপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তিকেই তাদের প্রাত্যহিক সুবিধাগুলি লাভ করায় রাষ্ট্র বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না।

অস্পৃশ্যতার চর্চা সংবিধানের অধীনে অপরাধ হিসাবে পরিগণিত এবং একটি শাস্তিযোগ্য কাজ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সবার জন্য সমানাধিকার নিশ্চিত করতে রায় বাহাদুর বা স্যারের মত ব্রিটিশ সরকার কতৃত্ব সৃষ্ট খেতাবগুলি রদ করা হয়েছে।

2. স্বাধীনতা অধিকাব

এই অধিকারটি কোন নাগরিককে ঃ

- বাক স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়;
  অস্ত্র ছাড়া শান্তিপূণভাবে একত্রিত হওয়ার স্বাধীনতা দেয়;
- সংগঠন বা সঙঘ বা সমবায় সম্প্রদায় তৈরী করার স্বাধীনতা দেয়;
- নিদিষ্ট বিধি নিষেধ প্রযোজ্য হওয়ার দরুণ জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া দেশ জুড়ে যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে সরে যাওয়ার ও বাস করার স্বাধীনতা দেয়;
- যে কোন পেশা বা বৃত্তি, ব্যবসা বা বাণিজ্য রত হওয়ার স্বাধীনতা দেয়।

অধিকারটি জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অধিকারও প্রদান করে যেমন, নাগরিকদের জন্য সম্মানজনকভাবে জীবন যাপনের অধিকার, এবং সেটি লঙিঘত হলে কেউ গ্রেফতার বা অভিযোগ রোধ করতে আইনি সহায়তাও লাভ করতে পারে।

3. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

এই অধিকারটি মহিলা, পুরুষ এবং শিশু পাচারসহ মানুষ পাচার করার প্রথা উচ্ছেদ করা নিশ্চিত করে। এটির উল্লেখন একটি অপরাধ ও শাস্তিযোগ্য কাজ। এটির অধীনে, শিশু শ্রমিকও অপরাধ এবং শাস্তিযোগ্য আচরণ হিসাবে পরিগণিত করা হয়েছে। এভাবেই, ফ্যা"ারী, খনি ইত্যাদির মত বিপজ্জনক কমস্থলে ৰচ্ছ্র বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হয়েছে।

4. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

নাগরিকরা তাদের ধর্মবুদ্ধি অনুসারে তাদের পছন্দের যে কোন ধর্মের উপদেশ দান করতে, অনুশীলন করতে ও প্রচার করতে পারেন। এই অধিকারটি ধর্মীয় কার্যকালাপ সংগঠিত করার স্বাধীনতা; ব্যক্তিবিশেষের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা; আইনিভাবে সম্পদ একত্রিত করা ; সেটির উপর নিজস্ব মালিকানার অধিকার ও কর্তৃত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করে। রাষ্ট্র নিদিষ্ট কোন ধর্মের সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কারের বিকাশের জন্য কোন ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করতে পারে না। এছাড়াও, কোন রাষ্ট্রচালিত সংবিধান এমন শিক্ষা দিতে পারে না, যা কোন একটি বিশেষ ধর্মকে প্রশ্রয় দেয়, না তো এইরকম প্রতিষ্ঠাতাগুলি তাদের শিক্ষার্থীদেরকে কোন বিশেষ ধর্মের ধর্মীয় আচারগুলির সাথে জড়িত হতে বাধ্য করতে পারে।

5. সংস্কৃতি এবং শিক্ষা সম্পর্কিত অধিকার

এটি সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করতে বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান করে। প্রত্যেক সংখ্যালঘুর তাদের ভাষা, লিপি এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার আছে, এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন সদস্যকে সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া থেকে আটকানো যেতে পারে না। সব সংখ্যালঘু তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারেন এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের দ্বারা চালিত বলে অনুদান মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে না।

6. সাংবিধান প্রতিকারের অধিকার

যদি সংবিধানের অধীনে নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে কোন একটিও রাষ্ট্র য সরকার য ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা লঙিঘত হয়, তাহলে তার দ্রুততর প্রতিকার পাওয়ার জন্য ক্ষুদ্ধ নাগরিক হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে, নিম্নলিখিত পাঁচটি রিট জারী করতে হাই কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে ঃ

- **হিবিস কপাস (বন্দী প্রদর্শন) ঃ**এটি আইনের আশ্রয় যার দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন অন্যায়ভাবে আটক করা বা কারাবাসের ঘটনা আদালতের সামনে আনতে পারেন। জেলের তত্ত্বাবধায়ককে (জেলের একজন আধিকারিক) আদালতের আদেশ দেওয়া হয় এবং চাওয়া হয় যে একজন বন্দীকে আদালতের সামনে পেশ করা হোক, সেই তত্ত্বাবধায়ককে কতৃত্বের প্রমাণ উপস্থিত করতে বলা হয়, যাতে আদালত নির্ধারণ করতে পারে যে সেই তত্ত্বাবধায়কের বন্দীটিকে বা বেআইনি গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষকে জেলে আটক করে রাখার আইনি কতৃত্ব আছে কিনা।
- **নিম্ন আদালতের প্রতি উচ্চ আদালতের হুকুমনামা ঃ** এটি উচ্চতর আদালতের পক্ষ (যেমন, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এবং হাই কোর্ট) থেকে আদেশের আকারে যে কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ, নিম্ন আদালত, নিগম বা সরকারি কতৃপক্ষকে এমন

কোন নির্দিষ্ট কাজ করতে জারী করা একটি বিচারগত প্রতিকার যা সেই কতৃপক্ষ আইনের অধীনে করতে বাধ্য এবং যেটি প্রকারে সরকারি কর্তব্য।

- **নিষেধাজ্ঞার রিট ঃ** সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোট কর্তৃক নিম্ন আদালত বা বিচারসভাকে একটি নিষেধাজ্ঞার রিট জারী করে তাদেরকে এমন কোন মোকার্দ্দামা নিয়ে এগোতে বারণ করা হয় যেটি তাদের বিচারক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না।
- **সার্টিওরারি (একটি রিট বা আদেশ যার দ্বারা উচ্চতর আদালত নিম্নস্থ আদালতের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে দেখে) ঃ** এটি উচ্চতর আদালতের (ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলির), দ্বারা জারী করা একটি বিচারগত পর্যালোচনায় রিট যা কোন নিম্নস্থ আদালত, বিচারসভা বা অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষকে পর্যালোচনার জন্য কার্য ধারার নথি পাঠাতে নির্দ্দেশ দেয়।
- **কো ওয়ারান্টো ঃ** এটি একটি বিশেষ অধিকার ভোগের রিট যার জন্য যে ব্যক্তির প্রতি এটি নির্দেশিত তাকে দেখাতে হয় যে তাদের দাবী অনুসারে কিছু অধিকার বা ক্ষমতা দেখানোর মত কোন কর্তৃত্ব তাদের কাছে এবং কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত উল্লেখ্য ব্যক্তি তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারবেন না।

কোথায় যেতে হবে?

- কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে, ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক আইনজীবীদের মাধ্যমে প্রতিকার নিতে সরাসরি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট বা হাই কোর্টগুলির দ্বারস্থ হতে পারেন।
- যদি কোন ব্যক্তি নিঃশুল্ক আইনি সহায়তা পাওয়ার স্বত্বভোগী হন, তাহলে তাঁরা জেলা স্তরের আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ হাই কোর্ট আইনি পরিষেবা সমিতি য সুপ্রীম কোর্ট আইনি পরিষেবা সমিতির মাধ্যমে রিট পিটিশন দাখিল করতে পারেন।
- আইনি তথ্যের জন্য CSC কেন্দ্রগুলিতেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অধ্যায়
২

নিঃশুল্ক আইনি সহায়তা

আইনি পরিষেবা

প্রেক্ষাপট

ভারতে আইনি সহায়তার বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, বজ্বাজ্জ্বজ্জ্বলবৎ করা হয়েছিল। এই আইনটির অধীনে, জাতীয় স্তরের নীতি ও কর্মসূচি নির্ণয় করার জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ স্থাপন করা হয়েছিল। রাজ্য স্তরে জাতীয় নীতি আরোপ করার জন্য এবং রাজ্যের জন্য কর্মসূচির পরিকল্পনা করতে ও ব্লক স্তরের আইনি পরিষেবা সমিতি স্থাপন, তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষণ করেত রাজ্য স্তরীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষও স্থাপন করা হয়েছিল। এই কর্তৃপক্ষগুলি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীগুলিকে নিঃশুল্ক আইনি পরিষেবা প্রদান করেন। এই কর্তৃপক্ষের পরিষেবাগুলি উপলব্ধ করতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তিকে উপজেলাযতালুকযতহশিলের লীগ্যাল সার্ভিসেস অথোরিটির (LSA) কাছে যেতে হবে।

নিঃশুল্ক আইনি সহায়তার মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত থাকে?

এটির মধ্যে দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত মানুষজনের জন্য নিঃশুল্ক আইনি সহায়তা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যাঁরা কোন আদালতে আইনি কার্যধারা বা মোকর্দ্দমার কার্যধারার জন্য আইনজীবীর পরিষেবা গ্রহণের ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম।

উদ্দেশ্য

- সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীগুলিকে নিঃশুল্ক এবং যথোপযুক্ত আইনি পরিষেবা প্রদান করা।
  আইনি সহায়তা মানে হল দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদের নিঃশুল্ক আইনি পরিষেবা দান করা, যাঁরা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সামনে বা কোন আদালতে বা বিচারসভায় আইনি কার্যধারা বা মোকর্দ্দমার জন্য আইনজীবীর পরিষেবা পাওয়ার ব্যয়ভার গ্রহণ করতে অক্ষম।
- অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অক্ষমতার দারুণ যাতে কোন নাগরিকের বিচার পাওয়ার সুযোগ বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা।
- আইনি ব্যবস্থা যাতে সমান সুযোগের ভিত্তিতে বিচার করে তা নিশ্চিত করে লোক আদালতের ব্যবস্থা করা।

আইনি পরিষেবা লাভের যোগ্যতা

- মহিলা এবং শিশু
- তফশিলি জাতিযউপজাতির সদস্য
- শিল্পকর্মী
- মানব পাচারের শিকার বা ভিখারীরা
- ব্যাপক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, ভুমিকম্প, শিল্পক্ষেত্রের বিপর্যয় ইত্যাদিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
- গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি
- যেসব ব্যক্তির বার্ষিক আয় 1,00,000/- টাকার উর্ধ্বে নয়। (সুপ্রীম কোর্টে, আয়ের সর্বোচ্চ সীমা হল 1,25,000/- টাকা এবং কিছু রাজ্যে সীমাটি হল 50,000/- টাকা।

কোথায় যেতে হবে?

- নিঃশুল্ক আইনি পরিষেবা পেতে আপনার তহশিল/উপজেলা আইনি পরিষেবা সমিতি/জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন। এই কর্তৃপক্ষগুলিকে সাধারণতঃ তালুক আদালতযজেলা আদালত চত্বরে বসানো হয়।
- সহায়তার জন্য আপুনি আপনার নিকটবর্তী CSC কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।

লোক আদালত

প্রেক্ষাপট

লোক আদালত মানে হল 'জনগণের আদালত'। বিভিন্ন আদালতে মুলতুবি থাকা মামলাগুলিকে (শুধুমাত্র আপোষযোগ্যব এবং ছোটখাটো মামলা) পক্ষদের মধ্যে সালিসি ও মীমাংসার করিয়ে লোক আদালতেই সংক্ষেপে নিষ্পত্তি করে ফেলা হয়। আদালতের উপর চাপ কমাতে এবং মামলাকারীদের দ্রুত প্রতিকার দেওয়ার কৌশল হিসাবে লোক আদালতের উৎপত্তি হয়েছে।

লক্ষ্য

- সমাজের সব দুর্বলতর শ্রেণীগুলির কাছে দ্রুততর বিচার প্রদান করা।
- লোক আদালতের আইনি অলঙ্ঘনীয়তা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির শান্তিপুর্ণ ব্যবস্থা নিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করা।
- লোক আদালত সংগঠিত করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।
- জনগণকে তাদের ঝামেলা আনুষ্ঠানিক পরিমণ্ডলের বাইরেইই মিটিয়ে নিতে উৎসাহিত করা।
- জনগণকে, বিশেষ করে মহিলাদেরকে বিচারপ্রদান ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে ক্ষমতায়িত করা।

লোক আদালতে সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যতা

- যে কোন আদালতের সামনে (শুধু আপোষযোগ্য এবং ছোটকাটো মামলাগুলিই) মুলতুবি থাকা মামলা
- যে বিরোধগুলি কোন আদালতে তোলা হয়নি এবং কোন আদালতে দায়ের করার সম্ভবনা রয়েছে।

যে মামলাগুলি লোক আদালতে গ্রহণ করা যেতে পারে

- সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ
- বৈবাহিক বিরোধ (যেমন, খোরপোষ, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি)
- বীমার দাবী
- অন্যান্য অসামরিক বিরোধ (যেমন, মোটরগাড়ীর দুর্ঘটনার মামলা, ঋণ পুনরুদ্ধার, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি)
- আপোষযোগ্য অপরাধের মামলা[২]

লোক আদালতকে মামলা সুপারিশ করার প্রক্রিয়া

- **আদালতে মুলতুবি থকা মামলা ঃ**

— পক্ষরা বিরোধটি লোক আদালতে নিষ্পত্তি করতে চাইলে
— যে কোন একটি পক্ষ আদালতে আবেদন করলে
— বিষয়টি লোক আদালতে নিষ্পত্তি করার পক্ষে উপযুক্ত বলে আদালত সন্তুষ্ট হলে

---

[১] যে অপরাধগুলি প্রকৃতিতে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অপরাধগুলির মধ্যে অভিযোগকারী (যিনি মামলাটি দায়ের করেছেন, বা যিনি আক্রান্ত), একটি আপোষ করেন এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিতে সম্মত হন।

[২] আপোষযোগ্য অপরাধগুলি হল কম গুরুতর অপরাধ, যেমন কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিকে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করার জন্য কুশব্দ প্রয়োগ করা; অপরাধ বা ঘরে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ; স্বেচ্ছায় বিপজ্জনক অস্ত্র বা পায়ে আঘাত করা, সম্পত্তির অসৎ ব্যবহার ইত্যাদি।

[৩] যে মামলার এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি

- **বিরোধটি প্রাক-মামলা পর্যায়ে থাকলে** [৩]
  রাজ্য স্তরীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা জেলা স্তরের আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ মামলা রুজু করার আগের পর্যায়ে একটি পক্ষের কাছ থেকে আবেদন পেলে এইরকম বিষয়গুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য লোক আদালতে পাঠাতে পারে।

সিদ্ধান্ত

- লোক আদালতের প্রতিটি রায়কে দেওয়ানি আদালতের একটি হুকুম (আদেশ) হিসাবে পরিগণিত করা হবে। এভাবে, পক্ষগুলির মধ্যে একবার মীমাংসা করানো গেলে, লোক আদালত মামলাকারীদের দ্বারা দেয় আদালতের মাশুল ফেরৎ দিয়ে দেয়।
- লোক আদালতের করা প্রতিটি রায় চূড়ান্ত এবং বিবাদমান সব পক্ষের কাছে বাধ্যতামূলক এবং সেই রায়টির বিরুদ্ধে কোন আদালতে আর আবেদন করা যেতে পারে না। এই হুকুমটি লোক আদালতের করা সিদ্ধান্তের শেষ নিষ্পত্তিকে বিধিবদ্ধ ভাবে সমর্থন করে।

পরিষেবা লাভ করার ক্ষেত্রে যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে

- নিঃশুল্ক আইনি সহায়তার সুবিধাভোগের জন্য উপযুক্ত হতে ঃ এইরকম উপযুক্ত মক্কেলদের জন্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিযুক্ত আইনজীবীদের পরিষেবা নিঃশুল্ক। একটি মামলা গ্রহণ করার জন্য আইনজীবী আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি প্রামাণ্য টাকা পান। যদি কোন আইনজীবী কোন
  মক্কেলের কাছ থেকে টাকা নেন, তাহলে এটিকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে (বিশেষ করে জেলা বিচারকের)।
- মামলার প্রক্রিয়া চলাকালীন উদ্ভূত কোন ধরনের খরচাই (যেমন **আদালতের মাশুল** আইনি সহায়তার মামলায় ছাড় দেওয়া হয়) নেওয়া যাবে না।
- যদি আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোন মামলায় নিযুক্ত আইনজীবী মামলাটি ঠিকমত সম্পাদন না করেন বা সেটির দিকে ঠিকভাবে নজর না দেন, তাহলে সেটিকে অবশ্যকির্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে (DLSAর ক্ষেত্রে DLSA র সভাপতির নজরে, যেমন জেলা বিচারককে জানাতে হবে) এবং সেক্ষেত্রে কেউ অদক্ষ আইনজীবীকে উপযুক্ত আইনজীবী দিয়ে প্রতিস্থাপনের অনুরোধ করতেই পারেন।

যদি কেউ লোক আদালতের নোটিস পান তাহলে কি করতে হবে?

- ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আদালতের নোটিস পাওয়া ভীতিপ্রদ হতেই পারে, কিন্তু এটিকে মীমাংসায় পৌঁছনোর একটি সুযোগ হিসাবে দেখুন।
- উল্লিখিত তারিখে ব্যক্তিগতভাবে লোক আদালতে যান বা কোন আইনজীবীকে পাঠান।
- সভাপতি এবং বিচারসভার সদস্যদের সাথে সরাসরি কথা বলুন।
- আপনার মামলাটি উপস্থিত করুন, এবং মামলাটির সম্পূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যা করুন।
- বিবাদমান পক্ষের সাথে একটি আপোষে আসার চেষ্টা করুন।
- লোক আদালতে, মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিচারনীতির (বিবদমান উভয় পক্ষকেই কথা শোনার, যুক্তি দর্শানোর সমান সুযোগ দেওয়া হয়) অবলম্বন করা হয়।

কোথায় যেতে হবে?

- লোক আদালত সম্পর্কে এবং লোক আদালতের মাধ্যমে কিভাবে বিরোধ মেটানো যায় তা নিয়ে আরো জানতে, আপনার তহশিলযউপজেলা আইনি পরিষেবা সমিতিযজেলা স্তরীয় আইনি পরিষেবা সমিতির সাথে যোগাযোগ করুন। সাধারণতঃ এই কর্তৃপক্ষদের তালুক আদালতযজেলা আদালত চত্বরে বসানো হয়।
- সহায়তার জন্য আপনি আপনার নিকটবর্তী CSC কেন্দ্রেও যোগাযোগ করতে পারেন।

অধ্যায়
৩

মহিলাদের অধিকার

ভারতে, মহিলাদের অধিকার সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে নিম্নলিখিত প্রকারের আইনের অধীনে নিরাপদ করা হয় ঃ

১. বিশেষ আইন (যেমন পণপ্রথা নিরোধ আইন, 1961, মহিলাদের অবমাননাসূচক উপস্থাপন আইন, 1986, সতী প্রথা রদ কমিশনের আইন 1987, পারিবারিক নির্যাতন থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন (PWDV) চন্থান্তপ্ত ইত্যাদি।

২. সাধারণ আইন (ভারতীয় পেনাল কোড, 1860, কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (Crpc), 1973]।

প্রেক্ষাপট

এটি অত্যন্ত পরিচিত সত্য যে আমাদের দেশে পুরুষ এবং মহিলাদের অধিকারের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়ে গেছে। ভারতে মহিলারা প্রচুর সামাজিক বৈষম্যের সম্মুখীন হন এবং তাঁরা জনসংখ্যার অর্ধেক হলেও তাদেরই শোষিত হওয়ার প্রবণতা বেশি। তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বহু আইনি অধিকার থাকলেও, তাদের বেশিরভাগই সেইসব আইনি সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে অবগত নন। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন আইনি অধিকারগুলি এবং অপরাধী প্রমাণিত হলে কি শাস্তি আরোপিত হতে পারে তা সংক্ষেপে দেখব।

A. পারিবারিক নির্যাতন

প্রেক্ষাপট

ভারতীয় মহিলাদের বিরুদ্ধে পারিবারিক নির্যাতন একটি বহু পুরোনো ঘটনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, নির্যাতনকে এমনভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যেন, এটি ঘটাই মহিলাদের নিয়তি। এটির সবথেকে সম্ভাব্য কারণ হল তাদের স্বামীর উপর মানসিক বা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। মহিলাদেরকে পারিবারিক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে ভারতীয় সংসদ 2005 সালে পারিবারিক হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষার আইন প্রণয়ন করেছে।

লক্ষ্য

এই আইনটি ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে স্বামী, পুরুষ সহবাস সঙ্গী বা তাঁর আত্মীয়দের হাতে হওয়া সব ধরণের পারিবারিক নির্যাতন থেকে মহিলাদের সুরক্ষা প্রদান করে।

পারিবারিক হিংসা আইনের অধীনে যে যে ধরনের নির্যাতনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

- **শারীরিক নির্যাতন ঃ** এমন কোন কাজ যা শারীরিকভাবে যন্ত্রণা দেয়, ক্ষতি করে, জীবন বা অঙ্গের প্রতি বিপদ ডেকে আনে, স্বাস্থ্য বিঘ্নিত করে, অপমানের চূড়ান্ত করে, অপরাধমূলক হুমকি বা অপরাধমূলকভাবে বলপ্রদর্শন করে ইত্যাদি।
- **যৌন নির্যাতন ঃ** যৌন প্রকৃতির এমন কোন কাজ যা মহিলার অবমাননা করে, সম্মান হানি করে, খর্ব করে বা অপমানিত করে, যার মধ্যে আগ্রাসী যৌন আক্রমণ ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- **মৌখিক এবং মানসিক নির্যাতন ঃ কোন ধরনের অপমানচ্ছ, উপহাস, অপমান, নাম ধরে ডাকা, অবমাননা, দোষারোপ, চুপিসারে অনুসরণ করা, বিচ্ছিন্ন করে রাখা, সন্তান না হওয়ার জন্য বা পুত্র সন্তান না হওয়ার অপমান বা উপহাস করা, আক্রান্ত ব্যক্তি আগ্রহী এমন কোন ব্যক্তিকে শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়ার বারংবার হুমকি দেওয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে বাইরে যাওয়া বা চাকরি করার জন্য মৌকিক লাঞ্ছনা, ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করা, চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা, আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ানো, অত্যাচার করা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।**
- **আর্থিক অবমাননা ঃ** ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংস্থান থেকে বঞ্চিত করা, যা হয়তো তিনি আইন বা প্রথার জন্য অন্যথায় ভোগ করার অধিকারী বা যা তিনি প্রয়োজনের বশে অর্জন করেন, যেমন ঘরের প্রয়োজনীয়তা, পণ, তাঁর যৌথ বা আলাদা মালিকানাভুক্ত সম্পদ, খোরাপোষ এবং ভাড়ার টাকা। সোজা কথায় বলতে গেলে, অর্থনৈতিক অবমাননা হল এমন একটি উপায় যাতে অবমাননকারী তাঁদের সঙ্গীদেরকে টাকার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। সোজা কথায় বলতে গেলে, এটির মধ্যে অর্থনৈতিক অবমাননাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা আইন বা প্রথাবলে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা বা শিশুর স্বত্বভুক্ত অর্থনৈতিক বা আর্থিক সংস্থান থেকে বঞ্চনা করাকেও ইঙ্গিত করে।

কারা অভিযোগ দায়ের করতে পারেন?

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (যার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে)।
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির তরফ থেকে অপরাধটি চাক্ষুষ করা যে কোন সাক্ষী, যার মধ্যে প্রতিবেশী, আত্মীয় বা বন্ধু অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, যাঁরা সৎ বিশ্বাসে তথ্যটি জ্ঞাপন করবেন। অবগতকারীর উপরে কোন আইনি বা অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা বলবৎ করা হবে না।

কার কাছে যেতে হবে?

- একজন পুলিশ আধিকারিক
- সুরক্ষা আধিকারিক বা প্রোটেকশন অফিসার (PO)
- পরিষেবা প্রদানকারী বা সার্ভিস প্রোভাইডার (SP)
- আইনজীবী (TLSC/DLSA-এর মাধ্যমে)
- সুরক্ষা আধিকারিক বা প্রোটেকশন অফিসার (PO)[৫] বা পরিষেবা প্রদানকারী বা সার্ভিস প্রোভাইডার (SP)-কে মৌখিকভাবে ফোনে জানিয়ে বা ইমেল করেও অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।[৬] নিকটবর্তী থানায়

. একটি অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে (থানায় বিশেষ মহিলা সেল একত্রিত করা হয়েছেযমহিলা পুলিশের হেল্প লাইনে)।

DIR কি (পারিবারিক ঘটনার প্রতিবেদন বা ডোমেস্টিক ইনসিডেন্ট রিপোর্ট কি?)

পারিবারিক ঘটনার প্রতিবেদন বা ডোমেস্টিক ইনসিডেন্ট রিপোর্ট (DIR) হল একটি আনুষ্ঠানিক ছক যাতে অভিযোগটি দায়ের করতে হয়। এটি একটি অত্যন্ত সহজসরল ছক, যা আইনের বিধিগুলির **ফর্ম**-এ পাওয়া যায়। একজন মহিলা এই ফর্মটি থানা থেকে বা PO বা SP-র কাছ থেকে পেতে পারেন এবং নিজে এটি পূরণ করতে পারেন। যদি মহিলাটি নিজে ফর্ম পূরণ করতে না পারেন

তাহলে PO, SP বা পুলিশ তাঁর লিখিত অভিযোগটিকে DIR হিসাবে এই **ফর্ম** -I-এ রূপান্তরিত করবেন এবং তার বিষয় সামগ্রী তাকে বুঝিয়ে বলবেন। তারপর PO, SP বা পুলিশ সেই অভিযোগটিকে (DIR) ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেযআদালতে পাঠাবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে DIR পূরণ করার পরে কি ঘটে?

যদি ম্যাজিস্ট্রেট দেখে সন্তুষ্ট হন যে আবেদনটি প্রথম দর্শনে (যা নির্দেশ করে যে প্রারম্ভিক পরীক্ষার পরে একটি মামলার সহায়ক পর্যাপ্ত প্রমাণ

[৪] ঘৃণাত্মক এবং অবমাননাকর ভাষা ও আচরণের শিকার করা।

[৫] সুরক্ষা আধিকারিক বা প্রোটেকশন অফিসার হলেন আদালতের একজন প্রসার কর্মী যিনি কোন মহিলাকে অভিযোগ দায়ের করায়, আদেশের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটর সামনে আবেদন পূরণ করায়, চিকিৎসা, কাউন্সেলিং ইত্যাদির মত বিষয়গুলিতে সহায়তা পাওয়ায়, এবং আদালতে পাস করা আদেশগুলি যাতে বলবৎ (বিভাগ 9 এবং বিধি 8, 10) হয় তা নিশ্চিত করায় সাহয্য করেন।

[৬] পরিষেবা প্রদানকারী হল একটি ত্বগুখ বা অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা রাজ্য সরকারের কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে। তাঁরা পারিবারিক হিংসার কবলে পড়া মহিলাদের সাহয্য করে ও সহায়তা দেয়। কোন মহিলা আইনটির অধীনে অভিযোগ করার জন্য নিবন্ধীকৃত ত্রত্ন-র কাছেও যেতে পারেন। একজন ত্রত্ন তাঁকে আইনি সহায়তা, চিকিৎসা পরিষেবা, কাউন্সেলিং বা অন্য কোন সহায়তা প্রদান করে সাহায্য করবেন। ডবিভাগ বস্থ.

পাওয়া যাচ্ছে) প্রকাশ করছে, যে প্রতিবাদী পারিবারিক নির্যাতনের কোন কাজ করেছেন বা করেছেন এবং সেরকম নির্যতন ঘটার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তিনি হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এফিডেভিটের ভিত্তিতে বা মামলার পরিস্থিতি অনুসারে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আদেশ মঞ্জুর করতে পারেন ঃ

- সুরক্ষার আদেশ
- আবাসনের আদেশ
- আর্থিক-ত্রাণ
- তত্বাবধানের আদেশ
- ক্ষতিপূরণের আদেশ
- অন্তবর্তী আদেশ এবং
- এক তরফা আদেশ

কোথায় যেতে হবে?

- আপনার জেলার সুরক্ষা আধিকারিক (আপনার জেলা কার্যালয় থেকে PO তালিকা পাবেন) বা জেলা স্তরের আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা পরিষেবা প্রদানকারীদের (শুধুমাত্র নিবন্ধীকৃত NGO-দের সাথে) সাথে যোগাযোগ করুন, আপুনি জেলা কার্যালয় থেকে বা সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন (CBO) অথবা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের থেকেও নিবন্ধীকৃত পরিষেবা প্রদানকারীদের একটি তালিকা পেতে পারেন।
- সহায়তার জন্য আপনি আপনার নিকটবর্তী CSC কেন্দ্রের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

B. ভারতীয় পেনাল কোড (IPC)

প্রেক্ষাপট

ভারতীয় পেনাল কোড হল অপরাধ আইন যা বেশির ভাগ অপরাধ এবং তাদের শাস্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ভারতীয় পেনাল কোড, এর মুল রূপে এমন একটি নথি যা অপরাধকারী কোন ব্যক্তিকে যে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে তাঁৰ সব মামলা এবং শাস্তিগুলি তালিকাভুক্ত করে। এটি যে কোন ভারতীয় নাগরিক বা ভারতীয় বংশোদ্ভুত যে কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

লক্ষ্য

এই আইন বা যাকে আপুনি সংহিতাও বলতে পারেন, তার লক্ষ্য হল শাস্তির মাধ্যমে দেশ জুড়ে অপরাধমুলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা।

IPC, 1860- র অধীনে অন্তর্ভুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ হল নিম্নলিখিত ঃ

বিভাগ	অপরাধ	শাস্তি
354 A	**যৌন হায়রানি** ১। শারীরিক সংস্পর্শ এবং ঘনিষ্ঠতা যার মধ্যে অনভিপ্রেত ও স্পষ্ট যৌন প্রস্তাব নিহিত রয়েছে। ২। যৌন আনুকূল্যের জন্য অনুরোধ বা চাহিদা করা। ৩। যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ছোড়া। ৪। কোন মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পর্ণোগ্রাফি (অশালীন বা নীল ছবি) দেখানো। ৫। অন্য যে কোন যৌন প্রকৃতির অনভিপ্রেত শারীরিক, মৌখিক বা অমৌখিক আচরণ।	3বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা বা 1, 2 এবং 3-এর ক্ষেত্রে উভয়ই। এক বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানাসহ জেল, অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয়ই।
375,376	**ধর্ষণ** এটি কোন মহিলার বিরুদ্ধে সবথেকে ঘৃণ্য অপরাধ যেখানে কোন পুরুষ মহিলার ইচ্ছা বা সম্মতির বিরুদ্ধে তাঁকে ধর্ষণ করেন (যৌন মিলন বা যৌন ভেদনের হামলা করা)।	যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা 10 বছরের জেল এবং জরিমানা।

370	**মানুষ পাচার** যে কোন ব্যক্তি, যিনি কোন ব্যক্তিকে হুমকি দেখিয়ে, বল প্রয়োগ করে বা অন্য কোন বেআইনি উপায়ে স্থানান্তরিত করেন, নিয়োগ করেন, আশ্রয় দেন বা গ্রহণ করেন। মানব পাচারের অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির সম্মতি ছিল কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।	অপরাধী প্রমাণিত ব্যক্তিকে এমন মেয়াদের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে যা দশ বছরের কম তো নয়ই, বরং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে এবং জরিমানাও হতে পারে।
351,352	**আক্রমণ** যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন আচরণ করেন বা প্রস্তুতি নেন এটা জেনেই যে এরকম আচরণ বা প্রস্তুতি উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে এই ইঙ্গিত দেবে যে তিনি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করতে চলেছেন, তাহলে তিনি আক্রমণ করছন বলা হবে।	তিন মাস মেয়াদের জন্য কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত ধার্য জরিমানা বা উভয়ই।
312	**গর্ভপাত করানো** যদি কোন মহিলাকে বলপূর্বক সন্তান গর্ভপাতে বাধ্য করা হয়, যা মহিলার জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সৎ ইচ্ছা নিয়ে করা হয়নি, তা এই বিভাগের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।	শাস্তি হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা 10 বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা।

কোথায় যেতে হবে?

- আপনি সরাসরি নিকটবর্তী থানায় গিয়ে ঠিচত্ম !অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।
- যদি আপনি নিঃশুল্ক আইনি সহায়তার পাওয়ার যোগ্য হন, তাহলে আপুনি তালুক আইনি পরিষেবা সমিতি/জেলা স্তরীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কার্যালয় থেকে বিনামূল্যে আইনি উপদেশ প্রতিনিধি পেতে পারেন।
- স্থানীয় NGO/CBOs-র সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
- সহায়তার জন্য আপনি আপনার নিকটবর্তী CSC কেন্দ্রেও যোগাযোগ করতে পারেন।

C. মহিলাদের গ্রেফতারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত

মহিলারা গ্রেফতার হলে তার বন্দোবস্ত ঃ

- শুধুমাত্র একজন মহিলা পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতেই এবং দ্বারাই কোন মহিলাকে জেলে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।
- সূর্যোদয়ের আগে বা সূর্যাস্তের পরে কোন মহিলাকে গ্রেফতার করা যেতে পারে না, যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে আগে অনুমতি নেওয়া হয়।
- গ্রেফতার করাকালীন কোন গর্ভবতী মহিলার শরীরে বাঁধা যাবে না, যেহেতু অজাত শিশুর নিরাপত্তাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হয়।
- গ্রেফতার করা কোন মহিলাকে পুরুষদের লক আপ থেকে আলাদা করে রাখতে হবে।
- ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড বা অপরাধমূলক পদ্ধতি সংহিতার 160 ধারার অধীনে মহিলাদেরকে জেরা করার জন্য থানায় ডেকে পাঠানো যায় না। পুলিশ কোন মহিলাকে তাঁর বাসস্থলে একজন মহিলা কনস্টেবল ও তাঁর পরিবারের সদস্য বা বন্ধুদের উপস্থিতিতে জেরা করতে পারে।
- এমনকি কৃত অপরাধ অজামিনযোগ্য হলে বা মহিলাটি মৃত্যুদণ্ডের আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করলেও আদালত তাঁকে জানি মঞ্জুর করতে পারে।

কোথায় যেতে হবে?

- এই বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য, আপনি যে কোন সরকারের অধীনে বেসরকারি সংগঠনগুলির (NGO) সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
- সহায়তার জন্য আপনি আপনার নিকটবর্তী CSC কেন্দ্রেও যোগাযোগ করতে পারেন।

অধ্যায়
৪

অপরাধমূলক কার্যপ্রণালীর সংহিতা

প্রেক্ষাপট

সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ নির্ণয়কারী বিধি ও বিধিবদ্ধ আইনগুলিকেই মূলতঃ অপরাধ আইন বলা হয়। কোন অপরাধমূলক কার্যধারার পরে আইনি কার্যক্রম সম্পূর্ণ করতে এই দেশে সংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং বিচার কাঠামো প্রভাব বিস্তার করে। এটি অভিযুক্তকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ প্রদান করে। ভারতে আইনি কার্যধারা গুলি কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর বা অপরাধমূলক কার্যপ্রণালীর সংহিতা 1973-এর অধীনে সম্পাদিত হয়। আমাদের দেশের জনগণ এইরকম পরিস্থিতিতে প্রভাবশালী আইনগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কোথায় আবেদন করতে হবে তা জানা না থাকার জন্য নিরন্তর সমস্যা এবং মানসিক ক্লেশের শিকার হতে হয়।

A. F.I.R. কি (ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট বা ঘটনার প্রথম প্রতিবেদন)?

F.I.R. মানে হল ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট বা ঘটনার প্রথম প্রতিবেদন, এমন একটি অভিযোগ যা আমূলযোগ্য অপরাধে আক্রান্ত ব্যক্তি বা তাঁর হয়ে অন্য কারোর পক্ষ থেকেও পুলিশের কাছে দায়ের করা যেতে পারে। কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, 1973-এর বিভাগ 154-র আওতায় F.I.R. নিবন্ধীকৃত রয়েছে। এই কোডটির অধীনে, নাগরিকের আইনি কর্তব্য হল তাদের এলাকায় হওয়া অপরাধের ঘটনাটি স্থানীয় থানায় জানানো। পুলিশ মানুষজন/ব্যক্তিবিশেষ/নিজেদের তরফে তথ্য পাওয়ার পরে শুধুমাত্র আমূলযোগ্য ঘটনাতেই FIR দায়ের করবে।

FIR হল যে কোন তদন্ত করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ঢাপ এবং একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়।

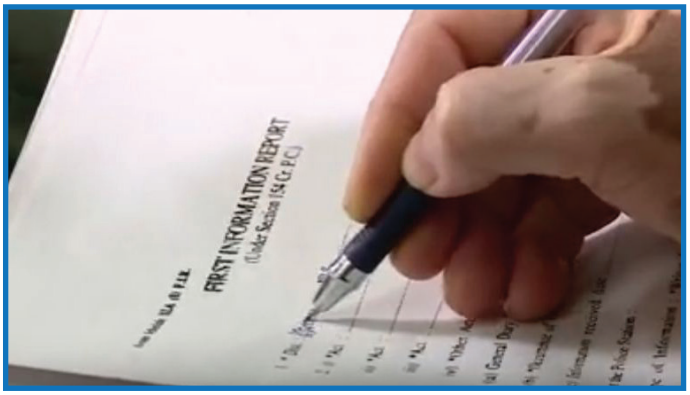

কে একটি F.I.R. দায়ের করতে পারেন?

- এমন কেউ যিনি একটি আমূলযোগ্য অপরাধ ঘটার কথা বা[৭] (গুরুতর অপরাধযতীব্রতর অপরাধ), অপরাধের কবলে পড়া ব্যক্তিকে জানেন বা অপরাধটি নিজের চোখে দেখেছেন।
- যদি কোন পুলিশ আধিকারিক অপরাধটি ঘটার কথা জানেন, তাহলে তিনিও FIR দায়ের করতে পারেন।

একটি F.I.R. দায়ের করার প্রক্রিয়া এবং সম্পর্কিত অন্যান্য বিশদ

- মৌখিকভাবেও পুলিশের কাছে একটি FIR লিপিবদ্ধ করানো যেতে পারে এবং পুলিশ FIR-টি নিতে নাকচ করতে পারে না।

[৭] আমলযোগ্য অপরাধ মানে হল কোন গ্রেফতারির পরোড়ানা ছাড়াই একজন পুলিশ আধিকারিকের গ্রেফতার করার এবং আদালতের অনুমতি নিয়ে বা ছাড়াই তদন্ত শুরু করার ক্ষমতা আছে। এটি একটি মর্মান্তিক অপরাধ।

Prepared by CSC e Governance India Ltd under the Access to Justice(NEJK) project of Department of Justice, Ministry of Law and Justice, GoI

- একবার পুলিশ অফিসার FIR-এর সব বিশদগুলি লিখে ফেললে, তাঁর কর্তব্য হল এটি সেই ব্যক্তি বিশেষকে পড়ে শোনানে যাতে তাঁরা নিশ্চিত হন যে তাঁদের বিবৃত অনুসারে ঘটনাটির বিশদ নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
- সব বিশদ সন্তোষজনকভাবে ও সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মনে হলে, FIR দায়েরকারী ব্যক্তি অবশ্যই সেটি স্বাক্ষর করবেন/বুড়ো আঙ্গুলেও ছাপও নেওয়া হতে পারে।
- মৌখিকভাবে FIR দায়ের করা ব্যক্তি লিপিবদ্ধ বিবতি নিশ্চিত করার পরেই বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ দেবেন। টেলি-যোগাযোগের মাধ্যমে প্রদত্ত বিবৃতিও FIR হিসাবে পরিগণিত হয়।
- একবার FIR লিপিবদ্ধ, স্বাক্ষরিত ও নিবন্ধীকৃত করা হলে, পুলিশ অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে FIR-এর একটি প্রতিলিপি দেবেন। অভিযোগকারীকে নিখরচায় FIR দেওয়া হয়। একটি অপরাধমূলক ঘটনা নিবন্ধীকৃত হওয়ার দরুণ এটি পুলিশকে তদন্তের গতি দ্রুততর করায় চাপ দেবে।

পুলিশ F.I.R. নিতে অস্বীকার করলে কি করতে হবে

- আপনি সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ (**SP**), ডেপুটি ইন্সপে"ৰ অফ জেনারেল (DIG) বা ইন্সপে"ৰ জেনারেল অফ পুলিশের মত (IG) ঊর্ধ্বতন পদাধিকারীদের কাছেও অভিযোগ করতে পারেন।
- আপুনি রেজিস্টার্ড ডাকে আপনার অভিযোগটি লিখিতভাবেও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশের (SP) কাছে পাঠাতে পারেন। যদি অভিযোগটি গুরুতর হয়, তাহলে সেটি নিয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে SP নিজেই বিভাগ থেকে কাউকে নির্দেশ দেবেন।
- আপনি আপনার নিকটবর্তী বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও ব্যক্তিগত ভাবে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আপনি রাজ্য মানবাধিকার কমিশন বা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছেও লিখিত অভিযোগ করতে পারেন।

অপরাধ

এমন যে কোন বেআইনি কাজ যা অন্যদের অধিকার উল্লঙ্ঘন করে বা অপরের ক্ষতি করে এবং বহুলাংশে সমাজকে প্রভাবিত করে, তাকেই সংশ্লিষ্ট বিচার ক্ষেত্রের অধীনে একটি অপরাধ বলে নির্দেশ করা হয়।

একটি অপরাধকে জামিন যোগ্য বা অজামিন যোগ্য হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হতে পারে। জামিন পাওয়ার জন্য, অভিযুক্তকে আদালত থেকে একটি লিখিত অনুমতি পেতে হয়।

B. জামিন

অপরাধমূলক কাজকর্মে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্তের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে জেল বা পুলিশের নজরদারী থেকে ছেড়ে দেওয়ার অনুমতিকে জামিন বলা হয়। যাই হোক জামিন পাওয়ার জন্য অভিযুক্তকে একটি প্রতিশ্রুতি করতে হয় যে যখনই পুলিশ বা আদালতের তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন হবে তিনি উপস্থিত হবেন। জামিন অভিযুক্তকে শুধুমাত্র সাময়িক স্বাধীনতা দেয়।

কাদেরকে জামিন মঞ্জুর করা হয়?

আদালত কৃত অপরাধের গুরুত্ব এবং প্রকৃতি বিবেচনা করা সাপেক্ষে যে কোন অভিযুক্ত জামিন পেতে পারে। অভিযুক্তকে ছেড়ে দিলে সে অন্য কোন অপরাধ করতে পারে কি না, সেই সম্ভাবনাও আদালত খতিয়ে দেখে, যার মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির সুরক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের জন্যই জামিনের কথা বিবেচনা করা হয়, যে অপরাধ গুলিকে জামিন যোগ্য অপরাধ বলে।

জামিন যোগ্য অপরাধ

জামিন যোগ্য অপরাধ গুলির তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম হয় যার জন্য আদালত নির্দিষ্ট শর্তারোপ করে অভিযুক্তকে সাময়িকভাবে জামিনে ছাড়ার কথা বিবেচনা করে। এই অপরাধগুলির মধ্যে ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া, কোন সরকারি কর্মচারীকে তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া, মিথ্যা প্রমাণ দেওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জামিন যোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের উপরে যে নির্দিষ্ট শর্তগুলি আরোপ করা হয় তা হল ঃ

- নির্দিষ্ট স্থানে বা ঠিকানায় বাস করার বিধি নিষেধ মনোনীত স্থান ছেড়ে অন্যত্র ভ্রমণ করার উপরে বিধি নিষেধ
- প্রাত্যহিক ভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ে পুলিশের কাছে প্রতিবেদন করা

- আক্রান্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা নিষিদ্ধ
- প্রমাণ নষ্টের চেষ্টা করা নিষিদ্ধ।

অ-জামিন যোগ্য অপরাধ

অ-জামিন যোগ্য অপরাধ হল গুরুতর অপরাধ, এবং এটির জন্য অভিযুক্ত অধিকার হিসাবে জামিনে ছাড়া পাওয়ার চাহিদা করতে পারেন না।

এই অপরাধ গুলির মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে ভুল প্রমাণ দিতে হুমকি দেওয়া, খুন, দাঙ্গা বাধানো ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি অ-জামিনযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হন, তাহলে জামিন মঞ্জুর করা হবে না খারিজ করা হবে তা আদালতের নিজস্ব বিবেচনায় ঠিক হবে।

জানি পাওয়ার পদ্ধতি

জামিন পাওয়ার জন্য অভিযুক্তের দ্বারা আদালতে আবেদন করতে হবে। ব্যক্তিগত ভাবে বা কোন আইনজীবীর মাধ্যমে আবেদন জমা করা যেতে পারে।

C. গ্রেফতার

গ্রেফতার মানে হল কোন অপরাধমূলক কাজের জন্য কোন ব্যক্তিকে পুলিশের নজরে রাখা এবং তাকে একটি বিশে, ছাদের তলায় থাকতে বাধ্য করা। অপরাধমূলক এবং অসামরিক উভয় অভিযোগের ক্ষেত্রেই গ্রেফতার করা যেতে পারে।

একজন গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নিম্নলিখিত অধিকারগুলি থাকতে পারে ঃ

- গ্রেফতার হওয়ার কারণ জানার অধিকার।
- জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকার সম্পর্কিত তথ্য।
- একজন চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার অধিকার।
- নীরব থাকার অধিকার।
- বিলম্ব ছাড়াই কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাচে নিয়ে যাওয়ার অধিকার।
- বিচার সংক্রান্ত অনুসন্ধান ছাড়াই 24 ঘণ্টার বেশি আটক না থাকার অধিকার একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার অধিকার।
- নিঃশুল্ক আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার।
- অভিযুক্তের প্রমাণ দেখানোর অধিকার।

গ্রেফতারের পদ্ধতি

শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি (যদি অপরাধকারী পালিয়ে যেতে উদ্যত হন এবং সেই সময় পর্যন্ত কোন অনুমোদিত ব্যক্তি বা পুলিশ এসে না পৌঁছায়), একজন পুলিশ আধিকারিক বা ম্যাজিস্ট্রেটই গ্রেফতার করতে পারেন। যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হচ্ছে পুলিশ অবশ্যই তাঁকে গ্রেফতারের বিশদ কারণ জানাবেন। এছাড়াও, তাঁর অপরাধ জামিন পাওয়ার উপযুক্ত কি না সে তথ্যও বলতে হবে।

অধ্যায়
৫

শিক্ষার অধিকার আইন (রাইট-টু-এডুকেশন অ্যা), ২০০৯

প্রেক্ষাপট

৪ই আগস্ট, ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন (রাইট টু এডুকেশন অ্যা") (RTE) কার্যকর করা হয়। এই আইনটি ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নিখরচায় ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (মানে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) নিশ্চিত করে। গরীব এবং অনগ্রসর শিশুদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

- ৬ থেকে 14 বছর বয়সী প্রত্যেক শিশুর কোন পার্শ্ববর্তী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিখরচায় বাধ্যতামূলক শিক্ষাগ্রহণের অধিকার আছে।
- কোন শিশুকেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আটকানো, বহিষ্কার করা যাবে না এবং তাদের পর্ষদের পরীক্ষা পাস করারও দরকার নেই।
- এই আইন বলবৎ হওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে স্কুলের শিক্ষকদের পর্যাপ্ত পেশাদারী ডিগ্রী থাকা দরকার, নতুবা তাঁরা তাঁদের চাকরি হারাবেন।
- সব স্কলকেই এই আইনে ধার্য করা বিধি এবং নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে, যা মানতে ব্যর্থ হলে স্কুলটিকে চলতে দেওয়া হবে না। এই আইনের অধীনস্থ সব শর্তগুলির আরোপ করার জন্য স্কুল গুলিকে তিন বছরের স্থগিত মেয়াদ দেওয়া হয়েছে।
- এই আইনের বন্দোবস্ত নির্বাহ করতে পুঁজি প্রদান করার ব্যাপরে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার পরবর্তী দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

শিক্ষার অধিকার আইনের (রাইট টু এডুকেশন অ্যা) লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য

- এই আইনটি সরকারি ও বেসরকারি, উভয় স্কুলেই প্রযোজ্য।
- বেসরকারি স্কুলগুলিকে একটি যথেষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধমে তাদের শ্রেণীর মোট শিক্ষার্থীদের 25% সমাজের এই দুর্বল এবং অহেলিত শ্রেণীর শিশুদের দিয়ে ভর্তি করতে হবে। সরকার এই শিশুদের শিক্ষার খরচ বহন করবে।
- বেসরকারি স্কুলগুলিকে সংরক্ষিত কোটায় কোন আসন ফাঁকা রাখা চলবে না এবং এই শিশুদের সাথে স্কুলের অন্যান্য শিশুদের মতই সমান আচরণ করতে হবে।
- সব বেসরকারি স্কুলগুলিকে স্বীকৃতির জন্য আবেদন করতে হবে, যেটি করতে না পারলে তাদের জরিমানা হবে।
- দাতব্য টাকা বা মাথাপিছু টাকা নেওয়া অনুমোদিত নয়। শিশু বা অভিভাবকদের জন্য কোন ভর্তির পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার নেওয়া চলবে না।

- কোন শিশুকেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আটকানো, বহিষ্কার করা যাবে না এবং তাদের পর্ষদের পরীক্ষা পাস করারও দরকার নেই।
- কোন শিশুকে শারীরিক শাস্তি বা মানসিক ভাবে হায়রানি করার উপরে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।
- এই আইনটি ক্যালেন্ডার বর্ষের যে কোন সময়ে শিশুদেরকে স্কুলে ভর্তি হতে চাওয়ার অধিকার দেয়। এটি এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে স্থানান্তরিত হওয়ার অধিকারও দেয় এবং অন্য স্কুলে ভর্তি হতে চাওয়া শিশুকে অবিলম্বে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট জারী করার অধিকার দান করে। অন্য কোন নথির দরকার নেই।
- সব স্কুলগুলিকে স্কুল পরিচালন সমিতি বা স্কুল ম্যানেজমেণ্ট কমিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে যার জ্ঞাণ সদস্যই হবেন বাবা মা এবং অভিভাবকরা।

কোথায় যেতে হবে ?

- স্কুল পরিচালন সমিতি বা স্কুল ম্যানেজমেণ্ট কমিটি (SMC)
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসভা ইত্যাদি) বা প্রত্যেক রাজ্যে RTE অভিযোগ নিষ্পত্তি বিধি অনুযায়ী অন্যান্য কর্তৃপক্ষ
- SCPCR (শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য রাজ্য কমিশন বা স্টেট কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস)
- NCPCR (শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় কমিশন বা ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস)
- সহায়তার জন্য CSC-গুলির সাথেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অধ্যায়
৬

খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩

প্রেক্ষাপট

গত দশকে ভারতের উচ্চ অর্থনৈতিক বিকাশ এর জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থায় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়নি, যেখানে এর জনসংখ্যার চ্চশতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছে।[৮] ভারতের অনেক শ্রেণীই দরিদ্র সীমার নীচে রয়েছে, যারা দিনে দুবার করে পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাবার খেতে পান না; আভ্যন্তরীণ ও বিশ্বব্যাপী স্তরে আমাদের দেশের নীতিগুলি নিয়ে এটি একটি বড় তুলেছে। এভাবেই, সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩ পাস করা হয়।

লক্ষ্য

সম্মনজনকভারে জীরনযাপনের জন্য সাশ্রয়ী দামে মানুষজনকে গুণমান সম্পন্ন ও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য লাভের সুবিধা করার দ্বারা মানবজীরন চক্রের আঙ্গিক থেকে খাদ্য ও পুষ্টিগত সুরক্ষা প্রদান করাই এই আইনটির লক্ষ্য।

আইনটি সম্পর্কে

ভারত সরকারের ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যা" বা জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (NFSA) হল ক্ষুধা এবং অপুষ্টির একটি সমাধান। ২০১১ সালে ভারতের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী এটি গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭৫%কে এবং শহরে জনসংখ্যার ৫০%কে ভর্তুকি প্রাপ্ত দামে খাদ্যশস্য প্রদান করার লক্ষ্য রাখে। এই আইনটি খাদ্য সুরক্ষা প্রদান করার লক্ষিত বহু বিদ্যামান এবং নতুন অধিকারকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসে।

সুবিধা

a. TPDS এর অধীনে ভর্তুকিপ্রাপ্ত দাম এবং সেগুলির পরিমার্জনা

PDS- এর অধীনে যোগ্য ব্যক্তিরা ভর্তু প্রাপ্ত দামে প্রতি মাসে ব্যক্তি পিছু 5 কেজি করে খাদ্যশস্য পাবেন, বিশদ নীচে দেওয়া হল ঃ

- চাল্, টাকা প্রতি কেজি;
- গম চ টাকা প্রতি কেজি;
- মোটা শস্য ১ টাকা প্রতি কোজি;

বর্তমান অন্ত্যেদয় অন্ন যোজনা (AAY) পরিবারগুলি, যাতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম পরিবার রয়েছে, তারা প্রতি মাসে্প্ত কেজি করে খাদ্যশস্য পাবেন।

মন্তব্যঃ উল্লিখিত বিষয়গুলি রাজ্যভেদে ভিন্ন হবে।

[৮] গ্লোবাল হাঙ্গার ইণ্ডেঅ – IFPRI অনুসারে

b. মহিলা এবং শিশুদের জন্য পুষ্টিগত সহায়তা

১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা প্রস্তাবিত পুষ্টিগত মান অনুসারে পুষ্টিকর আহার পাওয়ার অধিকারী।

c. মাতৃত্বজনিত সুবিধা

গর্ভবতী মহিলারা এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা প্রস্তাবিত পুষ্টিগত মান অনুসারে পুষ্টিকর আহার পাওয়ার স্বত্ব ভোগ করার সাথে অন্ততঃ ৬,০০০/- টাকার মাতৃত্বজনিত সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত।

d. মহিলা ক্ষমতায়ন

কোন পরিবারে রেশন কার্ড জারী করার জন্য পরিবারের মাথা হিসাবে সব থেকে বয়স্ক মহিলার (অন্ততঃ ১৮ বছর বয়সী) কথা বিবেচনা করা হবে। যদি পরিবারে কোন মহিলা না থাকে, তাহলে বয়সে সবথেকে বড় পুরুষ যোগ্য হবেন।

e. খাদ্য সুরক্ষা ভাতা

স্বত্বভুক্ত খাদ্যশস্য বা আহারের যোগান না থাকিলে স্বত্ব ভোগীদের খাদ্য সুরক্ষা ভাতা দেওয়ার বন্দোবস্ত রয়োছে।

শাস্তি

রাজ্য স্তরীয় অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিকের দ্বারা প্রস্তাবিত ত্রাণের বিষয়গুলির সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে না পারলে রাজ্য খাদ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে শাস্তি দেবে।

কোথায় যেতে হবে?

- রাজ্য স্তরীয় অভিযোগ নিষ্পত্তি আধিকারিক (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ডেপুটি কমিশনার ইত্যাদি)
- রাজ্য খাদ্য কমিশন
- জাতীয় খাদ্য কমিশন

অধ্যায়
৭

তফশিলি জাতি / উপজাতিদের উপর বর্বরতা প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯

প্রেক্ষাপট

তফশিলি জাতিদের উপরে বর্বরতা নিদর্শন ভারতে ১৯ শ তক থেতেই চলে আসছে। তফশিলি জাতি (SC) এবং তফশিলি উপজাতিদের (ST) আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও তারা ঝুঁকির কবলগ্রস্ত এবং তাদের পত্রে বিভিন্ন অপরাধ, অসম্মান, অপমান ও হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এটি প্রতিরোধের জন্য তফশিলি জাতি/উপজাতিদের উপর বর্বরতা প্রতিরোধ আইন, বলবৎ করা হয়। এই সম্প্রদায়ের উপর বর্বরতা চালানো বা তাদের অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে একঘরে করার মত অবমাননাকর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনটি আক্রান্তদের উপশম ও দ্রুততর বিচার পাওয়া নিশ্চিত করে।

লক্ষ্য

এই আইনটির লক্ষ্য হল ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে SC ও ST সম্প্রদায়কে বিচারের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাতে, তাঁরা প্রভাবশালী জাতির নির্যাতন বা দমনপীড়নের শিকার না হয়ে সন্মান ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং নির্ভয়ে সমাজে বাস করতে পারেন (NHRC) তফশিলি জাতির বিরুদ্ধে বর্বরতা প্রতিরোধর প্রতিবেদন, নিউ দিল্লী, ২০০২, পৃষ্ঠা ১৪-১৫)।

যে বর্বরতাগুলি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তা হল

যদি কোনে ব্যক্তি তফশিলি জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত না হয়ে কোন SC/ST -র সদস্যকে

- কোন অপেয় বা বিষাক্ত পদার্থ পান করতে বা খেতে বাধ্য করেন;
- তার বাড়ীর প্রাঙ্গণ বা পার্শ্ববতী স্থানে মল, বর্জ্য পদার্থ, শবদেহ বা অন্য কোন আপত্তিকর পদার্থ ফেলে তাঁকে আহত করা, অপমান করা বা বিরক্তি উৎপাদন করা;
- বলপূর্বক জামাকাপড় খুলিয়ে বা মুখে বা শরীরে রঙ মাখিয়ে তাঁকে নগ্ন হাঁটতে বাধ্য করা অথবা অনুরূপ কোন কাজ করা যা মানব সন্মানের পক্ষে অবমাননাকর;
- অন্যায়ভাবে অন্য কারোর জমি চাষ করা বা সুযোগ্য কৃর্তপক্ষকে জানিয়ে তাঁকে স্থানান্তর করানো;
- অন্যায়ভাবে তাঁকে তার জমি বা সম্পত্তি থেকে উৎখাত করা বা তাঁর জমি, সম্পত্তি বা জল উপভোগ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা;
- সরকারের দ্বারা জনস্বার্থে করা কোন বাধ্যতামূলক পরিষেবা ভিন্ন অন্য কোন আবদ্ধ শ্রম বলপূর্বক বা 'ভিক্ষাবৃত্তি' করতে বাধ্য করা;

- ভোট না দিতে বা কোন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে বা আইনবিরুদ্ধ কোন উপায়ে ভোট দিতে বাধ্য করা বা হুমকি দেওয়া;
- অপরাধমূলক কর্মচারীকে মিথ্যা বা অসার তথ্য দান করে সরকারির কর্মচারীর আইনি ক্ষমতা ব্যবহার করে ক্ষতি বা অনিষ্টসাধন করা;
- অবমাননা করার ইচ্ছা নিয়েই কোন সরকারি স্থানে গিয়ে অপমান করা বা হুমকি দেখোনো;
  কোন মহিলার সম্মানহানি বা শ্লীলতাহানি করার ইচ্ছা নিয়ে আক্রমণ বা বল প্রয়োগ করা;
- মহিলাদের ইচ্ছাকে দমন করার মত অবস্থায় থাকা এবং সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মহিলাকে যৌন শোষণ করা যাতে হয়তো তিনি অন্যথায় সম্মত হতেন না;
- সাধারণতঃ জল যেভাবে ব্যবহার করা হয় তার থেকে কম ব্যবহারপযোগী করে তোলার জন্য কোন ঝরণা, জলের ট্যাঙ্ক বা অন্য কোন জলের উৎসকে নোংরা বা দূষিত করা;
- জনসাধারণে আশ্রমের স্থানে যাওয়ার পথের উপর কোন প্রথাচলিত অধিকার খারিজ করা বা এরকম সদস্যদেরকে সাধারণ আশ্রয়ের কোন স্থান ব্যবহার করতে বা রাখতে দিতে আটকানো যাতে জনসাধারণ বা অন্য শ্রেণীর সদস্যদেরও ব্যবহার ও প্রবেশের অধিকার রয়েছে;
- তাকেঁ তাঁর বাড়ী, গ্রাম বা অ্যন্যান্য বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য করা বা ছাড়ার কারণ সৃষ্টি করা।

বর্তমানে অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য বর্বরতাগুলির মধ্যে রয়েছে [৯] ঃ

- মাথা, গোঁফ কামানো বা অনুরূপ কার্যকলাপ যা SC ও ST সম্প্রদায়ভুক্তদের কাছে অবমাননার বিষয়, এখন থেকে বর্বরতার অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।
- এই অপরাধগুলির মধ্যে জলসেচ ব্যবস্থা বা বনের উপর অধিকার খারিজ করা, 'চপ্পলের মালা পরানো', তাঁদেরকে মানব বা পশুর শবদেহ বহন করতে বা নিষ্পত্তি করতে, কবর খুঁড়াতে বাধ্য করানো, মানব বর্জ্য ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া, কোন SC ও ST সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাকে দেবদাসী হিসাবে উৎসর্গ করা এবং জাতির নামে গালাগালি করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে বর্জন করা, কোন SC বা ST মহিলাকে তাঁর কাপড় খুলিয়ে অপমান করা, কোন SC/ST সদস্যকে বাড়ী, বাসস্থানের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা, এবং SC ও ST সম্প্রদায়ভুক্তদের বিরুদ্ধে যৌন প্রকৃতির কোন আচরণ বা অঙ্গভঙ্গী করা ইত্যাদি।

- ভোট সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বাধাদায়ক কার্যকলাপ, বিশেষ করে কোন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দেওয়া বা না দেওয়াও অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।
- ট্রব্র ও ত্রথ্ব সম্প্রদায়ভুক্তদের বিরুদ্ধে কিছু অপরাধমূলক কাজ শ্চচত্নট্টগ্ন যেমন আঘাত করা, মর্মান্তিক আঘাত করা থেকে দশ বছরের জেল হতে পারে এবং সেটিকে ত্নখট্ট আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেও পরিগণিত হবে।

সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা ঃ

- FIR নিবন্ধীকরণ করা বা অভিযোগ গ্রহণ করা সরকারি কর্মচারীদের একটি কর্তব্য।
- SC ও ST সম্প্রাদয়ভুক্তদের দ্বারা মৌখিকভাবে দায়ের করা অভিযোগের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী অবশ্যই আক্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর নেওয়ার আগে ও এই তথ্যের প্রতিলিপি তাঁকে দেওয়ার আগে তথ্যগুলি পড়ে শোনাবেন।
- যদি সরকারি কর্মচারী অভিযোগ দায়ের করতে অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁকে ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে।

[৯] http://www.newindianexpress.com/nation/Stringent-Punishment-for-Atrocities-on-SC-ST-Under-New-Act/2016/01/25/article3244317.ece

আদালতের প্রতিষ্ঠা

- এই আইনটি দ্রুততর গতিতে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য POA আইনের অধীনে বিশেষভাবে অপরাধ বিচার করতে এক্সক্লুসিভ স্পেশ্যাল কোর্টের প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ সরকারি কৌসুলির বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করে।
- চার্জশীট পূরণ করার তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে বিচার সম্পূর্ণ করার জন্য বিশেষ আদালত এবং এক্সক্লুসিভ স্পেশ্যাল কোর্ট অপরাধটিতে যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে আমল দেবে।

তদন্ত

- SC / ST আইনের অধীনে কৃত অপরাধের তদন্ত ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেটণ্ট অফ পুলিশের (DSP) থেকে কম পদমর্যাদা বিশিষ্ট আধিকারিকের দ্বারা করা যায় না।

আক্রান্ত ব্যক্তি এবং সাক্ষী ঃ

- এই আইনটিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীদের অধিকার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
- রাষ্ট্র আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তাঁদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ও সাক্ষীর জন্য বন্দোবস্ত করবে।

ক্ষতিপূরণ

- কোন রাজ্যে অপরাধটি ঘটছে তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন অপরাধের শ্রেণীভেদে SC/ST সম্প্রাদয়ভূক্ত আক্রান্তদের ১ লাখ থেকে ৮.২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

এইরকম অপরাধ করার জন্য যে শাস্তি প্রদান করা হয়

Punishments in this Act do very with nature of offence and type of offence. যাইহোক এই আইন সংশোধনের অধীনে শাস্তির সীমা ছয় মাস জেল থেকে জরিমানাসহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

কোথায় যেতে হবে?

- আপনার নিকটবর্তী থানায় ঠ্ঢত্ম দাখিল করুন।
- ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত প্রশ্নের জন্য আপনার উপ-মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
- সহায়তার জন্য ট্রত্রট্র গুলির সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অধ্যায়
৮

ST এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী বনবাসী (বন অধিকারের স্বীকৃতি) আইন / সংশোধন

প্রেক্ষাপট

ভারতে বনের মধ্যে বা বনকে কেন্দ্র করে প্রায় ২৫ কোটি লোক বাস করেন, যাঁদের মধ্যে দেশজ আদিবাসী বা উপজাতি জনসংখ্যা রয়েছে আনুমানিক ১০ কোটি।[১০] বহুদিন ধরেই এই আদিবাসীরা গণতন্ত্র, জীবিকা এবং সম্মানের স্বার্থে লড়াই করে চলেছেন। এভাবেই, তাদের এতদিন ধরে সামনা করা ঐতিহাসিক অবিচার নির্মূল করার জন্য সরকার "তফশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য প্রথাচলিত বনবাসী (বন অধিকারের স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬ পাস করেছে"।

এই আইনটি ভারতের বিভিন্ন অংশে বাসকারী লাখ লাখ উপজাতি এবং বনবাসীদের অধিকারের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই আইনটি ভারত জুড়ে বঞ্চিত বন অধিকারের প্রত্যর্পণ প্রদান করে, যার মধ্যে বনের চাষের জমিতে ব্যক্তিবিশেষ অধিকার এবং সাধারণ সম্পত্তি সংস্থানের উপর সম্প্রদায়ের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১১] এই আইনটির উদ্দেশ্য হল বনবাসী সম্প্রদায়ের অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা। যেসব বননির্ভর তফশিলি উপজাতি এবং অনির্ধারিত উপজাতি এই ধরনের বনগুলিত বংশেরপরম্পরার থেকে আসছেন কিন্তু যাঁদের অধিকার এখনো লিপিবদ্ধ করা হয়নি তাঁদের প্রথাগত অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এই আইনটি আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি স্বাগতকারী অঙ্গ বলা যেতে পারে।

আইনটি নিম্নিলিখিত বনবাসী তফশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য প্রথাচলিত বনবাসীদের অধিকারকে নিরাপদ করে ঃ

- বনবাসী তফশিলি উপজাতি বা অন্যান্য প্রথাচলিত বনবাসীদের সদস্য বা সদস্যদের সাধারণ বা ব্যক্তিগত পেশার জন্য বসতি স্থাপন বা জীৱন-যাপনের জন্য নিজে চাষবাস করার জন্য বনের জমিতে বাস করা ও তা ধরে রাখার অধিকার।
- নিস্তারদের মত সম্প্রদায়ের অধিকার, তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন, যার মধ্যে পূর্ববর্তী রাজা পরিচালিত রাজ্য, জমিদারি বা এইধরনের মধ্যবর্তী শাসনপ্রণালীতে ব্যৱহৃত নামের সম্প্রদায়গুলির অধিকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদনের (যার মধ্যে কাঠ ছাড়া সব উদ্ভিদ গোত্রীয় বনজ উৎপাদনগুলি অন্তর্ভুক্ত) উপর মালিকানার অধিকার, সংগ্রহ করার অধিকার, ব্যবহার ও নিষ্পত্তি করার অধিকার যা প্রথাগতভাবে গ্রামের সীমার মধ্যে বা বাইরেই সংগৃহীত হয়ে থাকে।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ বস্তু ধরা, পশু চরানো (বসতিস্থাপন করেই হোক বা মরশুম ভেদে ভিন্ন স্থানে চরানোই হোক) এবং যাযবর বা

[১০] http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/lets-not-miss-the-wood/article7358626.ece
[১১] http://fra.org.in/

মেষপালক সম্প্রদায়ের চিরাচরিত মরশুমি সংস্থান লাভ করার সুবিধার মত অন্যান্য সাম্প্রদায়িক স্বত্বভোগের অধিকাব

- যে রাজ্যে দাবীর বিরোধ ঘটছে তাতে যে কোন নামের অধীনে থাকা বিরোধপূর্ণ জমির উপর বা জমিতে অধিকার। খেতাবের বিনিময়ে বনের জমির উপর যে কোন স্থানীয় কাউন্সিল বা যে কোন রাজ্য সরকারের জারী করা পাট্টা বা ইজারা রূপান্তরের অধিকার।
- বনের সব গ্রাম, পুরোনো বসতি, অনিরীক্ষিত গ্রাম এবং বনের অন্যান্য গ্রামের রূপান্তর ও তাতে বসতি স্থাপনের অধিকার তা সেই গ্রামগুলি লিপিবদ্ধ, অবগত বা খাজনা বসানো গ্রামের মধে পড়ুক বা না পড়ুক।
- তাঁরা গতানুগতিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের জন্য রক্ষা ও সরক্ষণ করছেন, এমন যে কোন সম্প্রদায়িক বনসম্পদ রক্ষা পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ করার অধিকার।
- কোন রাজ্য বা স্বয়ংশাসিত জেলার আইনে স্বীকৃত অধিকারগুলি, কাউন্সিল বা স্বয়ংশাসিত আঞ্চলিক কাউন্সিল বা যেগুলিকে কোন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট উপজাতিদের আইনে বা প্রথা অনুসারে উপজাতিদের অধিকার বলে স্বীকৃত।
- জীববৈচিত্র্য লাভের অধিকার এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তির প্রতি সাম্প্রদায়িক অধিকার এবং জীববৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্কিত প্রথাচলিত জ্ঞান।
- উপরে উল্লেখ করা হয়নি এমন অন্য কোন প্রথাচলিত বনবসী বা বনবাসী তফশিলি উপজাতির দ্বারা উপভোগ করা গতানুগতিক অধিকার, কিন্তু ব্যতিক্রম হল শিকার করার প্রথার অধিকার বা কোন প্রজাতির বন্য জন্তুর দেহের অংশ নিষ্কাশন করে ফাঁদ পাতার অধিকার।

যোগ্যতা

এই আইনে অধীনে অধিকারগুলি পাওয়ার যোগ্যতা তাঁদের মধ্যে সীমিত যাঁরা "প্রাথমিকভাবে বনে বাস করেন" এবং যাঁরা জীবিকার জন্য বন ও বনের জমির উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও, দাবীদারকে হয় সেই অঞ্চলের জন্য তালিকাভুক্ত তফশিলি উপজাতির একজন সদস্য হতে হবে বা অন্ততঃ ৭৫ বছর ধরে বনটিতে বাস করতে হবে।

গ্রাম সভার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত

- যেখানে অধিকারগুলি ফরেষ্ট রাইট অ্যা" বা বন অধিকার আইনের অধীনে স্বীকৃত সেখানে ক্ষুদ্রতর বনজ উৎপাদনের জন্য (MFPS) পরিবহণের অধিকার নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা গ্রাম সভার আছে।
- গ্রাম সভা যদি বিবেচনা করে দেখে যে ক্ষুদ্রতর বনজ উৎপাদনের বর্তমান হারে সংগ্রহ, ব্যবহার ও নিষ্পত্তির ফলে তা ক্ষুদ্রতর বনজ উৎপাদনের অত্যাধিক শোষণে পর্যবসিত হতে পারে, তাহলে গ্রাম সভা সংরক্ষণ ও পরিচালনার পরিকল্পনা সংশোধন করে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।
- এই আইনের অধীনে গ্রাম সভার সাথে স্বত্বভোগী ব্যক্তিকেও এমন কোন কার্যকলাপ থামানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বন, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র্যকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে।

কোথা থেকে অধিকার দাবী করতে হবে?

আইনযসংশোধনটি গ্রাম সভাকে সাম্প্রদায়িক বন অধিকারের প্রকার নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দেয়। সাম্প্রদায়িক বন অধিকারের জন্য গ্রাম সভার হয়ে দাবী প্রস্তুত করতে বন অধিকার সমিতি দায়ী।

কোথায় যেতে হবে?

- গ্রাম সভা
- উপ-মহকুমার স্তরীয় সমিতি
- রাজ্য স্তরীয় সমিতি
- (যদি উল্লিখিত কর্তৃপক্ষদের কেউই সমস্যাটির নিষ্পত্তি না করেন তাহলে, ব্যক্তিটি আইনি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। যেহতু SC/ST রা নিঃশুল্ক আইনি সহায়তা পাওয়ার স্বত্বভোগী, তাই তাঁরা DLSA/TLSC কাছে গিয়ে নিঃশুল্ক আইনি সহায়তা নিতে পারেন)।
- যে কোন সহায়তার জন্য CSC কেন্দ্রিয়গুলির সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অধ্যায়
৯

রাইট টু ইনফর্মেশন অ্যা বা তথা জানার অধিকার আইন, ২০০৫

প্রেক্ষাপট

রাইট টু ইনফর্মেশন অ্যা" বা তথ্য জানার অধিকার আইন (RTI) হল, এমন একটি আইন যা নাগরিকদের জন্য তথ্য জনার অধিকারের ব্যবহারিক সূচি ধার্য করে, সরকারি তথ্যের জন্য নাগরিকদের অনুরোধগুলিতে সময় মাফিক সাড়া বাধ্যতামূলক করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ (১) অনুসারে প্রত্যেক নাগরিককে বাক ও মতামত প্রকাশের মৌলিক অধিকার দেওয়া নিশ্চিত। এটি প্রত্যেক নাগরিককে মন্ত্রীসভায় হওয়া সিদ্ধান্তগুলির উপরে তথ্য জানার অধিকার দেয়, যার মধ্যে কোন কোন প্রকল্প ও কার্যকলাপ অধিগৃহীত হয়েছে এবং আরোপিত হয়েছে সেই তথ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

রেকর্ড, নথি, মেমো, ই-মেল, মতামত, উপদেশ, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার, আদেশ, লগবুক, চুক্তি, প্রতিবেদন, কাগজ, নমুনা, মডেল, তথ্য, উপকরণ ইত্যাদির মত বিভিন্ন আকারে তথ্য চাওয়া হাতে পারে।

RTI আইনটি জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া পুরো ভারতে ব্যাপ্ত এবং সমগ্র কেন্দ্রীয়যরাজ্য সরকারযসরকারি খাতাসহ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সংগঠনযপ্রতিষ্ঠান, স্কুল, হাসপাতাল, NGO গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

RTI এর লক্ষ্য

- প্রত্যেক সরকারি কর্তৃপক্ষের কাজে স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বাড়ানো।
- নাগরিকদেরকে তথ্য লাভরে অধিকার দিয়ে ব্যরহারিক শাসন প্রণালী গড়ে তোলা।
- দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ/দমন করা।
- নাগরিকদের ক্ষমতায়িত করা।
- সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে নাগরিকদের অবগত এবং বাস্তব দিক থেকে জনসাধরণের জন্য গণতন্ত্রকে কাজে লগানো।

তথ্য কাকে বলে ?

তথ্য হল যে কোন আকারে থাকা উপকরণ। এটির মধ্যে রেকর্ড, নথি, মেমো, ই-মেল, মতামত, উপদেশ, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার, আদেশ, লগবুক, চুক্তি, প্রতিবেদন, কাগজ, নমুনা, মডেল, ইলেকট্রনিকভাবে রেখে দেওয়া তথ্য উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটির মধ্যে এমন কোন বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে যুক্ত তথ্যও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা সাময়িকভাবে কার্যকর অন্য যে কোন আইন বলে, সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা লাভ করা যেতে পারে।[১২]

[১২] http://persmin.gov.in/DOPT/RTICorner/ProactiveDisclosure/FAQ_RTI_2012.pdf

আমরা কার কাছ থেকে তথ্য চাইতে পারি?

সরকারি কর্তৃপক্ষরা তাদের কিছু অধিকারিকদের সরকারি সরকারি তথ্যজ্ঞাপন আধিকারিক/সরকারি তথ্যজ্ঞাপন আধিকারিক হিসাবে মনোনীত করেছে। কোন ব্যক্তি RTI আইনের অধীনে তথ্য চাইলে তাঁরা সেই ব্যক্তিকে তথ্যটি দেওয়ার জন্য দায়ী।

কারা একটি RTI দাখিল করতে পারে?

১৮ বছরের উর্দ্ধে থাকা দেশের প্রত্যেক নাগরিক RTI দাখিল করতে পারে।

a. RTI দাখিলের পদ্ধতি (অফলাইন)

কোন প্রস্তাবিত বিন্যাস নেই। তথ্য চাইছেন এমন কোন ব্যক্তি অবশ্যই পরিষ্কার পৃষ্ঠায় লিখিতভাবে একটি আবেদন করবেন যাতে আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা থাকে। নিরক্ষর বা অক্ষম ব্যক্তিরা RTI দাখিল করতে সরকারি তথ্যজ্ঞাপন আধিকারিক বা পাবলিক ইলফর্মেশন অফিসার (PIO/APIO) (উপ-মহকুমা স্তরে)-র সাহায্য চাইতে পারেন। কারণ জানতে চাওয়ার উপরে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাঁদের হয়ে RTI দাখিল দরে দেওয়া এবং তথ্য চাওয়া ব্যক্তিটিকে যথোপযুক্ত সহায়তা করা PIO র কর্তব্য।

RTI দাখিলের স্থান

যে কোন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে বা সরকারি কর্তৃপক্ষের নিন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট সরকারি তথ্য জ্ঞাপন আধিকারিক বা পাবলিক ইনফর্মেশন অফিসারের কাছে আবেদনটি করা যেতে পারে।

মাশুলের টাকা প্রদান

- তথ্য চাওয়া প্রত্যেক নাগরিককে ১০ টাকার একটি আবেদন ফী দিতে হবে।
- টাকাটি ডিম্যাণ্ড ড্রাফ্ট, চেক, নগদে বা ভারতীয় পোষ্টাল অর্ডার সার্ভিসের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে।
- আবেদটির সাথে টাকাটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সরকারি তথ্য জ্ঞাপন আধিকারিকযসহকারী সরকারি তথ্য জ্ঞাপন আধিকারিক বা বিভাগের অফিসার ইন-চার্জের উদ্দেশ্যে পাঠাতে হবে।
- যদি কোন ক্ষেত্র তথ্য প্রদান করার খরচ হিসাবে অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে PIO আবেদনকারীকে তা জানাবেন। অতিরিক্ত ফি দেওয়ার সময়েও প্রারম্ভিক ফী প্রদানের পদ্ধতিটিই অনুসরণ করতে হবে।
- দরিদ্র সীমার নীচে থাকা কোন নাগরিককে RTI ফী দিতে হবে না। যাইহোক, এই প্রসঙ্গে আবেদনকারী অবশ্যই আবেদনটির সাথে উপযুক্ত সরকারের জারী করা BPL কার্ডের একটি প্রতিলিপি একত্রিত করবেন।

অনুরোধের নিষ্পত্তি

- অনলাইনে বা অফলাইনে আবেদন দাখিল করা যেতে পারে।
- অনুরোধ পাওয়ার ৩০ দিনরে মধ্যেই অনরোধের নিষ্পত্তি করে ফেলা উচিত।
- যেখানে কোন ব্যক্তির জীবন বা স্বাধীনতার জন্য তথ্য চাওয়া হচ্ছে, সেখানে অনুরোধ পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই অনুরোধের নিষ্পত্তি করে ফেলতে হবে।

আপিল

- একটি RTI ফার্স্ট অ্যাপেলেট আথোরিটি বা প্রথম উত্তর বিচারকারী কর্তৃপক্ষের (FFA) কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে।
- প্রস্তাবিত পর্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বা সরকারি তথ্য জ্ঞাপন আধিকারিকের থেকে যোগাযোগের রশিদ পাওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম আবেদন করা যেতে পারে।
- বৈধ কারণ ছাড়া টাকার চাহিদা করলে বা তথ্য দিতে অস্বীকার করলে বা তথ্যের ভুল, অসম্পূর্ণ বা কারসাজি করা রশিদ দিলে, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের (CIC/SIC) কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।

RTI আইনের অধীনে দ্বিতীয় আবেদন করার জন্য?

যদি প্রথম উত্তরবিচারকারী কর্তৃপক্ষ বা ফার্স্ট অ্যাপেলেট অথোরিটি প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যে আবেদনর উপর কোন আদেশ পাস করতে না পারে বা যদি আবেদনকারী প্রথম উত্তরবিচারকারী কর্তৃপক্ষ বা ফার্স্ট অ্যাপেলেট অথোরিটির আদেশে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে তিনি প্রথম উত্তরবিচারকারী কর্তৃপক্ষ বা ফার্স্ট অ্যাপেলেট অথোরিটির দ্বারা সিদ্ধান্ত করার তারিখ থেকে বা আবেদনকারী আসলে যে তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেই তারিখ থেকে 90 দিনের মধ্যে রাজ্য তথ্য কমিশনযকেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আবেদন করতে চাইতে পারেন।

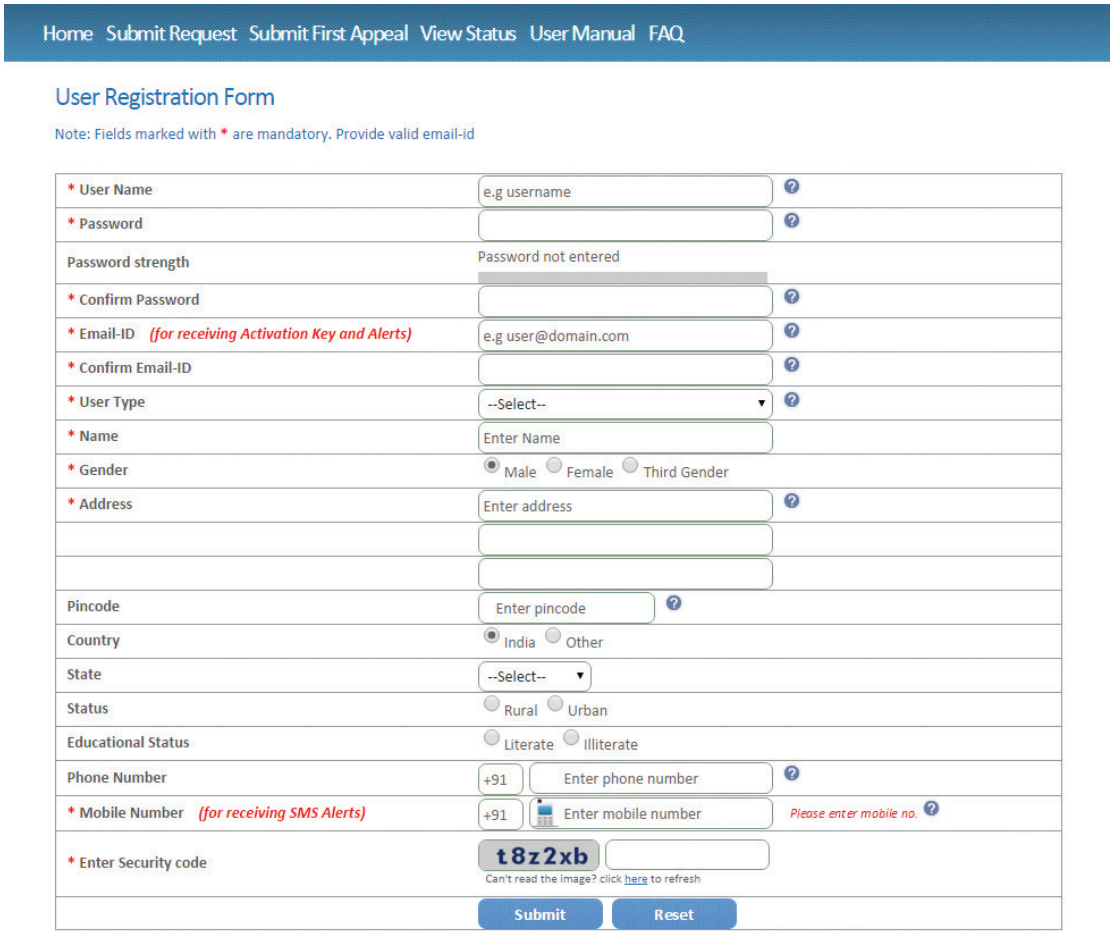

RTI আইনের অধীনস্থ কর্তৃপক্ষরা হলেন নিম্নলিখিত ঃ

১। সরকারি কর্তৃপক্ষের PIO

২। প্রথম উত্তরবিচারকারী কর্তৃপক্ষ বা ফার্স্ট অ্যাপেলেট অথোরিটি

৩। রাজ্য তথ্য কমিশনযকেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন

b. দাখিল পদ্ধতি (অনলাইন)

নীচে অনলাইন প্যাটফর্মটির ব্যাপারে বলা হল যেটির মাধ্যমে সব মন্ত্রকযবিভাগের জন্য এবং স্বল্প কিছু অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারি কর্তৃপক্ষের জন্যও নাগরিকরা স্বথচ আবেদনয প্রথম আবেদনগুলি দাখিল করতে পারেন। রাজ্য অনুসারে এটি ভিন্ন হয়।

- ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে https://www.rtionline.gov.in এ লগ ইন করুন।
- নিবন্ধীকরণ ফর্মে ক্লিক করে আপনার বিশদগুলি পূরণ করুন।
- নিশ্চিত করে নেবেল যে আপনি আপনার সঠিক ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডিই দিয়েছেন, কারণ এর পর থেকে আপনি ইমেল ও SMS মারফৎ আপনার আবেদনের অবস্থা সম্পর্কিত সতর্কতা পাবেন।

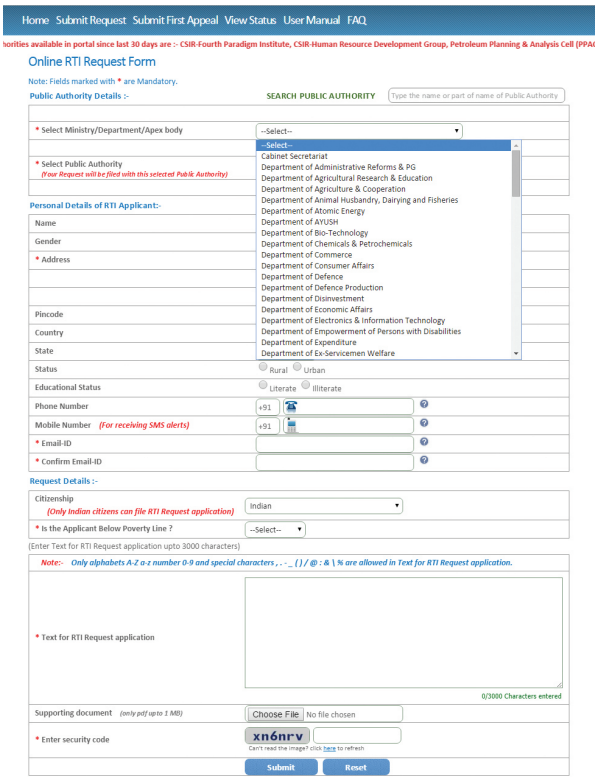

- একটি আবেদন দাখিলের উপর, একটি অনন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর জারি করা হবে, যা দ্বারা করা যেতে পারে ভবিষ্যতে কোনো উল্লেখ আবেদনকারী RTI ওয়েব পোর্টালে যে আপানার অ্যাকাউন্টটি খুলেছে এটি তার একটি প্রমাণ।
- আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার পরে সাবমিট বোতামে ক্লিক করুন। এখানে আপনি আপনার জমা দেওয়া বিশদগুলির পূর্বদৃশ্য দেখতে পারেন। মনে করে আপনার আবেদনটি উপযুক্ত মন্ত্রক, সরকারি বিভাগ বা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যেই পাঠান। সর্বদাই মনে করে ড্রপ ডাউন মেনুতালিকা থেকে সঠিক বিভাগ নির্বাচন করবেন।
- উপযুক্ত বিভাগ নির্বাচন করার পরে, আপনার আবেদনটি পূরণ করুন। অতিরিক্ত তথ্য বা অ্যাটাচমেন্ট জমা দেওয়ার জন্য, সহায়ক নথি লেখা মেনু বোতামটিতে ক্লিক করুন এবং আপনার ফাইলগুলি একত্রিত করুন।
- সাবমিট বোতামে ক্লিক করলেই আপনার RTI সফলভাবে আপলোড হয়ে যাবে।
- যাইহোক, যদি প্রস্তাবিত টাকাটি না দেওয়া হয়, তাহলে পুরো প্রক্রিয়াটিই বন্ধ করা হবে।

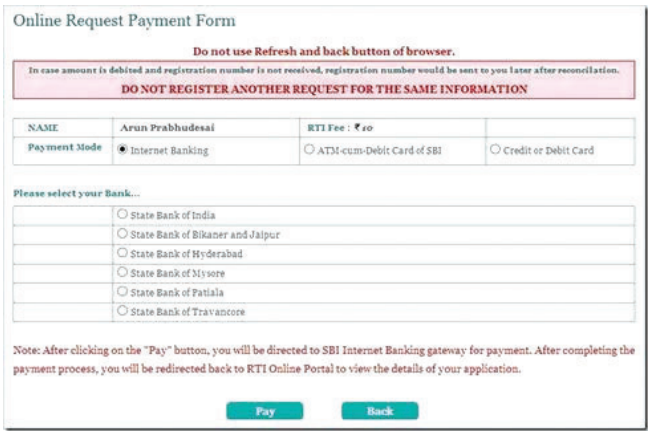
Online Request Payment Form

Do not use Refresh and back button of browser.

In case amount is debited and registration number is not received, registration number would be sent to you later after reconciliation.

DO NOT REGISTER ANOTHER REQUEST FOR THE SAME INFORMATION

NAME	Arun Prabhudesai	RTI Fee : ₹10	
Payment Mode	Internet Banking	ATM-cum-Debit Card of SBI	Credit or Debit Card

Please select your Bank...

- State Bank of India
- State Bank of Bikaner and Jaipur
- State Bank of Hyderabad
- State Bank of Mysore
- State Bank of Patiala
- State Bank of Travancore

Note: After clicking on the "Pay" button, you will be directed to SBI Internet Banking gateway for payment. After completing the payment process, you will be redirected back to RTI Online Portal to view the details of your application.

Pay Back

অনলাইনে RTI এর টাকা জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া

- টাকা জমা দেওয়া হলে, আবেদন সফলভাবে জমা পড়ার স্থিতাবস্থাটি ই-মেল সতর্কতা বা SMS এর মাধ্যমে গৃহীত হবে।
- যদি কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান করার খরচা হিসাবে অতিরিক্ত মাশুলের দরকার পড়ে, তাহলে CPIO আবেদনকারীকে এই পোর্টালের মাধ্যমে তা জানাবেন। এই অবগতটি আবেদনকারী স্থিতি প্রতিবেদন বা তার ই-মেইল সতর্কতা মাধ্যমে দেখতে পারেন।
- আবেদন জমা দিলে, একটি অদ্বিতীয় নিবন্ধীকরণ সংখ্যা জারি করা হবে, যেটি আবেদনকারী ভবিষ্যতে প্রসঙ্গ নির্দেশের জন্য উল্লেখ করতে পারেনা।
- যদি ৩০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে উত্তর না পাওয়া যায়, তাহলে আবেদনকারী ইতিমধ্যেই খোলা অ্যাকাউন্টিটিতে লগইন করে উত্তর বিচারকারী কতৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন দাখিল করতে পারেন।

Registration Number	MEAPD/R/[redacted]
Name	[redacted]
Date of Filing	09/08/2013
Status	REQUEST FORWARDED TO CPIO as on 13/08/2013

Details of CPIO :- Telephone Number:- 23381051, Email Id:- socpvrti@mea.gov.in

Note :- You are advised to contact the above mentioned officer for further details.

Nodal Officer Details

Telephone Number	23388648
Email Id	socpvrti@mea.gov.in

Print RTI Application Print Status Go-Back

প্রতিক্রিয়া

- "স্থিতি দেখুন ট্যাবটির মাধ্যমে, একজন আবেদনকারীর তার জমা দেওয়ার আবেদনের বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করতে পারেন।

আরো বিশদের জন্য

এই বিষয়ের জন্য ত্মথ্চ আইনের অধীনস্থ সব বিভাগ এবং কার্যালয়ের অধিকারিকদের কাছে যাওয়া যেতে পারে।
আরো বিশদের জন্য
www.rti.gov.ineRTICornereGuide_2013-issue.pdf- এ লগইন করুন।

কোথায় যেতে হবে?

- আপনি সরকারি তথ্যজ্ঞাপন অধিকারিক বা পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (PIO) / সংশিষ্ট বিভাগের APIO এর কাছ থেকে সহায়তা নিতে পারেন।
- আপনি আপনার নিকটবর্তী CSC কেন্দ্রেও যেতে পারেন এবং কেন্দ্রটির VLE- কে আপনার RTI পূরণ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে বলতে পারেন।

e-Governance Services India Limited

For more information, please contact:

CSC e-Governance Services India Limited
Electronics Niketan, 3rd Floor,
6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003
Tel: +91-11-24301349 | Web: www.csc.gov.in